দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

032

19 APR 1989

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

মহানবী (সঃ) যে জ্ঞানকে ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন, তা প্রত্যেক সচেতন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এই অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ের মহামূল্য জ্ঞানের গুরুত্ব ব্যক্তিগতভাবে থাকলেও তাতে এককভাবে আশানুরূপ সফলতা লাভ কোন প্রকারে সম্ভব নয়। তাই এ গুরু দায়িত্ব অবশ্যই রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্র যদি ইসলামী হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্বাভাবিকভাবেই অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। এই ফরজ আদায়ে যদি কেউ ব্যর্থ হয় তাহলে সে দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই বহন করতে হবে।

আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ লোক নিরক্ষর। দশ বছর আগেও প্রায় তাই ছিল। এখন প্রতিবছর শিক্ষা খাতে ব্যয় হয় প্রায় ২শ' কোটি টাকা। কিন্তু নাম-দস্তখতকারীর সংখ্যা হয়তো মাত্র একুশ জন। অপরদিকে সারাদেশে যারা ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন পাঠ করতে পারে তাঁদের সংখ্যা একুশের অনেক বেশী। তবে এই শিক্ষায় সরকারের তেমন অর্থ ব্যয় করতে হয় না।

যদি সরকারীভাবে আইন পাস হয়ে যায় যে, প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে নিজ ব্যয়ে অথবা নিজ তত্ত্বাবধানে বছরে অন্তত একটি লোককে মাতৃভাষার জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে, তাহলে অবশ্যই সমাজ তথা দেশ থেকে তিন-চার বছরের মধ্যেই নিরক্ষরতা অনেকখানি দূরীভূত হয়ে যাবে।

মাতৃ ভাষার জ্ঞানদান যেমন সারা দেশব্যাপী সকলের প্রতি আবশ্যক, তেমন সুন্নাতে নব্বী ও শরীয়ত ইসলামিয়াকে জীবিত রাখার জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান চর্চাও আবশ্যক।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা আরবী। এবং আরবী ভাষায় যে সমস্ত সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছিল তা ইতিহাসের এক অপূরণীয় সৃষ্টি হিসেবেই পরিগণিত। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণ হলেন ইমরুল কায়েস, জোহায়ের, হাস্‌সান ও লবীদ। অপরদিকে মহানবীর পবিত্র মুখ নিসৃত পাক বাণী হাদীস হিসেবে পরিচিত ও সংরক্ষিত এবং তাও আরবী ভাষায়।

সুতরাং দেশ ও জাতির মাতৃভাষার জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে ঐশীগ্রন্থ আল কুরআনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য এবং মহানবীর হাদীসসমূহকে সঠিকভাবে বুঝে আমলে পরিণত করার জন্য আরবী ভাষার জ্ঞানও জাতির জন্য অপরিহার্য।

মহানবী (সঃ) শিক্ষার সাধনাকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর কাছে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের অর্থ হলো জীবনের সার্বিক কল্যাণ, আদর্শবাদিতা অর্জন এবং মুক্তি। আর প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব সংকীর্ণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে জীবনকে পবিত্র রাখা। এ জন্য প্রয়োজন বিবেককে জাগ্রত করা। বিবেক জাগ্রত হলেই অন্তর উদ্ভাসিত হবে শিক্ষার নির্মল আলোকছটায়। এ জন্যই মহানবী (সঃ) বলেছেন, "এক রাতের জ্ঞান সাধনা হাজার রাতের ইবাদত হতেও উত্তম।"

মহানবী (সঃ)-এর এই অমর বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলে নিশ্চিতভাবেই সমাজ তথা রাষ্ট্র থেকে দূর হবে নিরক্ষরতার পুঞ্জীভূত অন্ধকার। আজ আমাদের জাতীয় জীবনে সুশিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব আমাদের এই শিক্ষা ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। আর এ জন্য দেশের প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত নর-নারী ও সমাজ কর্মীর কিছু না কিছু ভূমিকা অবশ্যই রয়েছে।

—মোঃ মাজহারুল ইসলাম